পান্তাবুড়ীর কথা

এক যে ছিল পান্তাবুড়ী , সে পান্তাভাত খেতে বড্ড ভালোবাসতো ।

এক চোর এসে রোজ পান্তাবুড়ীর পান্তাভাত খেয়ে যায় , তাই বুড়ী লাঠি ভর দিয়ে রাজার কাছে নালিশ করতে চলল ।

পান্তাবুড়ী পুকুর ধার দিয়ে যাচ্ছিল । একটা শিঙিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বললে , "পান্তাবুড়ী , কোথায় যাচ্ছ ?"

পান্তাবুড়ী বললে " চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায় , তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি"।

শিঙিমাছ বললে "ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও , তোমার ভালো হবে"।

পান্তাবুড়ী বললে , "আচ্ছা"।

তারপর পান্তাবুড়ী বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে । একটা বেল মাটিতে পড়ে ছিল , সে বললে , " পান্তাবুড়ী , কোথায় যাচ্ছ ?"

পান্তাবুড়ী বললে , "চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায় , তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি"।

বেল বললে , " ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও , তোমার ভালো হবে"।

পান্তাবুড়ী বললে "আচ্ছা" ।

তারপর পান্তাবুড়ী পথের ধারে খানিকটা গোবর দেখতে পেলে ।

গোবর বললে , " পান্তাবুড়ী , কোথায় যাচ্ছ"?

পান্তাবুড়ী বললে , " চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায় , তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি"।

গোবর বললে , “ ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও , তোমার ভালো হবে”।

পান্তাবুড়ী বললে , “আচ্ছা” ।

তারপর খানিক দূর গিয়ে পান্তাবুড়ী দেখলে , পথের ধারে একখানা ক্ষুর পড়ে রয়েছে ।

ক্ষুর বললে , “পান্তাবুড়ী , কোথায় যাচ্ছ”?

পান্তাবুড়ী বললে , “ চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায় , তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি”।

ক্ষুর বললে , “ ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিও , তোমার ভালো হবে”।

পান্তাবুড়ী বললে “ আচ্ছা”।

তারপর পান্তাবুড়ী রাজার বাড়ি গিয়ে দেখলে , রাজামশাই বাড়ি নেই । কাজেই সে আর নালিশ করতে পেল না । বাড়ি ফিরবার সময় তার ক্ষুর আর গোবর আর বেল আর শিঙিমাছের কথা মনে হল । সে তাদের সকলকে তার থলেয় করে নিয়ে এল ।

পান্তাবুড়ী যখন বাড়ির আঙ্গিনায় এসেছে , তখন ক্ষুর তাকে বললে , “আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও”।

তাই বুড়ী ক্ষুরখানাকে ঘাসের উপর রেখে দিল ।

তারপর যখন সে ঘরে উঠতে যাচ্ছে , তখন গোবর বললে , “আমাকে পিঁড়ির উপর রেখে দাও”।

তাই বুড়ী গোবরটাকে পিঁড়ির উপর রেখে দিলে ।

বুড়ী যখন ঘরে ঢুকল তখন বেল বললে , “ আমাকে উনুনের ভিতরে রাখ”। শুনে বুড়ী তাই করলে ।

শেষে শিঙিমাছ বললে , “ আমাকে তোমার পান্তাভাতের ভিতরে রাখ”। বুড়ীও তাই করলে ।

তারপর রাত হলে বুড়ী রান্না খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল । ঢের রাত্রে চোর এসেছে । সে তো আর জানে না , সেদিন বুড়ী কি ফন্দি করেছে । সে এসেই পান্তাভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিল । সেখানে ছিল শিঙিমাছ । সে চোরের বাছাকে এমনি কাঁটা ফুটিয়ে দিল যে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ।

শিঙিমাছের খোঁচা খেয়ে চোর কাঁদতে কাঁদতে উনুনের কাছে গেল । তার ভিতরে ছিল বেল । চোর যেই আঙুলে তাত দেবার জন্য উনুনে হাত ঢুকিয়েছে , অমনি পটাশ করে বেল ফেটে , তার চোখেমুখে ভয়ানক লাগল ।

তখন সে ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে , যেই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে অমনি সেই গোবরে তার পা পড়েছে । তাতে সে পা হড়কে ধপাস করে সেই গোবরের উপরেই বসে পড়ল ।

তারপর গোবর লেগে ভূত হয়ে , বেটা গিয়েছে ঘাসে পা মুছতে । সেইখানে ছিল ক্ষুর , তাতে ভয়ানক কেটে গেল । তাতে আর “ও মাগো ! গেলুম গো !” বলে না চেঁচিয়ে বাছা যান কোথায় ?

তা শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসে বললে , “ এই বেটা চোর ! ধর বেটাকে ! মার বেটাকে ! কান ছিঁড়ে ফেল”! তখন যে চোরের সাজাটা !